যায়যায়দিন

তারিখ ... JUL. 1 3 2006 ... ...
পৃষ্ঠা ০২ কলাম ৬

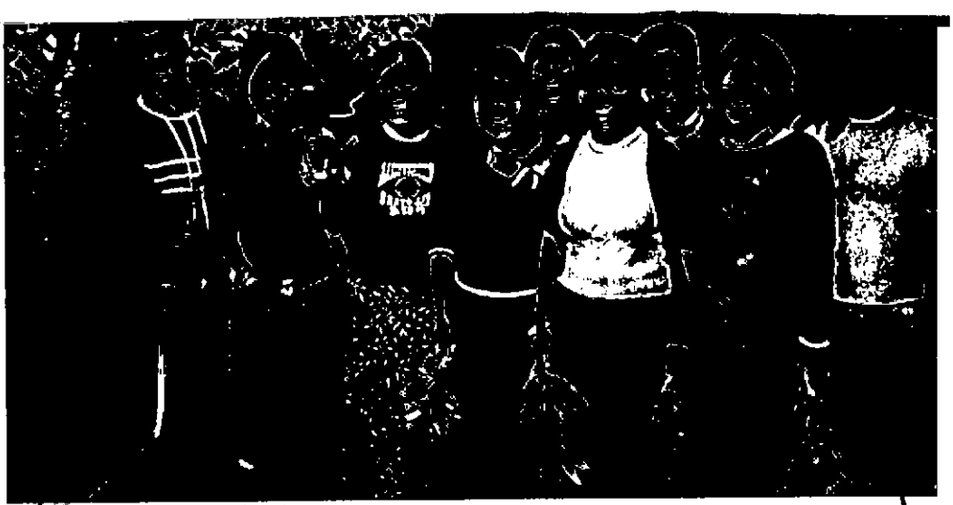

ভাড়াটে শিক্ষক দিয়ে চলে স্কুল

—বাঘাইছড়ির সাজেক ইউনিয়ন—

ছবিতে যে ক'টি হাস্যোজ্জ্বল তরুণ-তরুণীর মুখ দেখা যাচ্ছে তাদের প্রত্যেকেই বাঘাইছড়ি উপজেলার দুর্গম সীমান্তবর্তী সাজেক ইউনিয়নের বাসিন্দা। এরা সবাই লেখাপড়া করছে, তবে স্থানীয় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয়। কিন্তু কেন? আসুন, আমরা ঘুরে আসি সাজেক ইউনিয়ন। দেখে আসি সাজেকের শিক্ষা ব্যবস্থা।

বাঘাইছড়ির ইনডিয়া সীমান্তবর্তী সাজেক ইউনিয়নে ৪০ হাজার লোকের বসবাস। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই পাংখু, লুসাই, ত্রিপুরা ও চাকমা। এর আয়তন ৬০৭ বর্গকিলোমিটার। এই বিশাল ইউনিয়নে মাত্র ৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষক সঙ্কট রয়েছে। ২০০৪ সালে সাজেক ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বেশ কয়েক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু যোগাযোগের অসুবিধার কারণে ওই শিক্ষকরা স্থানীয় ভাড়াটে শিক্ষক দিয়ে যেনতেনভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করাচ্ছেন।

অনেক অভিভাবকই (যারা স্বাবলম্বী) তাদের সন্তানদের এলাকার তাদের সন্তানদের ইনডিয়ার মিজোরামে রেখেও লেখাপ করাচ্ছেন। এসব ছাত্রছাত্রীর অনেক অভিভাবক চিন্তিত তাদে ছেলেমেয়েকে ইনডিয়ায় লেখাপড়া করানোর জন্য। অনেকে মনেই প্রশ্ন- এ শিক্ষা কি বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্যতা পাে সাজেক ইউপি চেয়ারম্যান এল পাংয়া পাংখু জানান, এখানক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় আসবাবপত্র ও শিক্ষক সঙ্কট তী বিদ্যালয় ঘরগুলোর অবস্থাও জরাজীর্ণ। বিদ্যালয় পরিদর্শনে পর্যন্ত কোনো শিক্ষা কর্মকর্তা যাননি বলেও তিনি জানান।

এমতাবস্থায় শিক্ষাবঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ে জড়িয়ে পড়ছে চোরাচালানসহ নানা ঝুঁকিপূর্ণ পেশা এলাকাবাসীর অভিযোগ, অদ্যাবধি এখানে কোনো মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। শিক্ষার গুণগত বাড়াতেও কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সাজে ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ব্য আর কতোদিন চলবে বর্গা শিক্ষক দিয়ে? আর কতো অন্ধকারে থাকবে সাজেক ইউনিয়নবাসী?